ফয়যানে ইমামে আযম

ফয়যানে ইমামে আ'যম

رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَنْهُ

সপ্তাহিক ইজতিমার বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَافْ

(অনুবাদ: আমি সুন্নাত ই'তিকাফের নিয়্যত করছি)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, স্মরণে আসতেই নফল ই'তিকাফের নিয়্যত করে নিবেন,যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদে থাকবেন নফল ই'তিকাফের সাওয়াব পেতে থাকবেন এবং প্রসঙ্গক্রমে মসজিদে খানা পিনা ও শয়ন করা জায়িজ হয়ে যাবে।

দরুদ শরীফের ফযীলত

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন দরুদ শরীফ পাঠ করবে,আমি কিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশ করবো।

(জামউল জাওয়ামি' লিস সুয়ূতী,খন্ড-৭,পৃ:১৯৯,হাদীস নং-২২৩৫২,যিয়ায়ে দুরুদ ও সালাম,পৃ:১১)

রুসুল মালাক পে দরুদ হো ওয়াহী জানে উনকে শুমার কো
মগর এক এয়সা দেখা তো দো জু শফীয়ে রোযে শুমার হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের জন্য বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "**نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ**" মুসলমানের নিয়্যত তার আমলের চেয়ে উত্তম।

(আল মু'জামুল কবীর লিত তাবরানী,খন্ড-৬,পৃ:১৮৫,হাদীস নং-৫৯৪২)

www.dawateislami.net

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) নিয়্যত ব্যতিত কোন ভাল কাজের সাওয়াব পাওয়া যায়না।

(২) ভাল ভাল নিয়্যত যত বেশী হবে,সাওয়াবও ততবেশী হবে।

বয়ান শ্রবন করার নিয়্যত সমূহ:

দৃষ্টি নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনবো, হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মাণার্থে যতটুকু সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। প্রয়োজনে জড়োসড়ো হয়ে বসে অপরের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব, ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য্য ধারণ করবো,তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখা,বকা দেয়া ও ঝগড়া থেকে বেঁচে থাকব, صَلُّوْ عَلَى الْحَبِيْب, تُوْبُوْا اِلَى الله , اُذْكُرُ الله , ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন ও এসব উক্তিকারীর মনোরঞ্জনের জন্য উচ্চ স্বরে উত্তর দিব, বয়ান শেষে নিজে অগ্রসর হয়ে সালাম মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْ عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى على مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ:

আমিও নিয়্যত করছি যে,আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন ও সাওয়াব বৃদ্ধির জন্য বয়ান করব,,দেখে বয়ান করবো,১৪পারার,সূরা নহল এর ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (অনুবাদ: আপন প্রভূর রাস্তায় আহ্বান করো পরিপূর্ণ কৌশল ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে) এবং বুখারী শরীফের ৪৩৬১ নং হাদীসে বর্ণিত নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফরমান: بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَة অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে পৌঁছিয়ে দাও যদিও একটি আয়াতও হয়" এর উপর আমল করবো,সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবো,শে'র

www.dawateislami.net

পড়া সহ আরবী,ইংরেজী ও কঠিন শব্দ সমূহ বলার সময় অন্তরের ইখলাসের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ নিজের জ্ঞানের গভীরতা দেখানোর উদ্দেশ্য থাকলে এগুলো বলা থেকে বিরত থাকবো মাদানী ক্বাফিলা,মাদানী ইনআমাত সহ নেকীর দাওয়াতের জন্য আলাক্বায়ী দাওরা ইত্যাদির প্রতি উৎসাহ প্রদান করবো,,অউহাসি হাসা ও হাসানো থেকে বিরত থাকবো,দৃষ্টিনত রাখার মনমানসিকতা সৃষ্টির জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টি নত রাখবো।

দরবারে রিসালত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ **ইমামে আ''যম عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَكْرَمْ এর মকাম**

হযরত সায়্যিদুনা দাতা গঞ্জেবখশ আলী হাজবেরী হানাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আ''যম আবূ হানীফা নু'মান বিন সাবিত رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর প্রতি অত্যন্ত ভালবাসা রাখতেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "আমি একদিন সফর করে শাম দেশে মুয়াজ্জিনে রাসূল হযরত বিলাল হাবশী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর রওযা মুবারকে উপস্থিত হলাম,সেখানে আমার তন্দ্রা এসে গেল এবং আমি নিজেকে মক্কায়ে মুয়াযযমায় (زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا) পেলাম। দেখলাম ছরকারে দো'আলম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বনী শায়বা গোত্রের দরজায় উপস্থিত রয়েছেন এবং এক বয়ংবৃদ্ধ লোককে ছোট বাচ্চার মত কোলে উঠিয়েছেন, আমি ভালবাসায় অস্থির হয়ে তাঁর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দিকে অগ্রসর হলাম এবং তাঁর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কদম মুবারকে চুমু দিলাম,অন্তরে অন্তরে এ বিষয়ে আশ্চার্যান্বিত ছিলাম যে এ দূর্বল লোকটি কে? এমন

www.dawateislami.net

সময় আল্লাহ তাআলার মাহবূব, দানায়ে গুয়ূব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖوَسَلَّم বাতেনী শক্তি ও ইলমে গায়ব এর মাধ্যমে আমার আশ্চার্যান্বিত হওয়ার অবস্থা জেনে নিলেন আর আমাকে লক্ষ্য করে বললেন: "ইনি আবূ হানীফা এবং তোমার ইমাম।

হযরত সায়্যিদুনা দাতা গঞ্জেবখশ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَنْهُ নিজের এ স্বপ্ন বর্ণনা করার পর বলেন এর দ্বারা আমার জানা হয়ে গেল যে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আ'যম আবূ হানীফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَنْهُ ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভূক্ত যাদের গুনাবলী শরীয়ত প্রতিষ্ঠাকারী আহকামের মত স্থায়ী রয়েছে,একারণেই প্রিয় আক্বা,মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖوَسَلَّم তাঁকে এত ভালবাসেন এবং ইমাম আ'যম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَنْهُ এর প্রতি তাঁর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖوَسَلَّم যে ভালবাসা রয়েছে,এর দ্বারা এটা বুঝা যায় যে যেভাবে তাঁর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖوَسَلَّم থেকে ভূল ত্রুটি সম্ভব নয়,অনুরুপভাবে আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ ও রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖوَسَلَّم এর দয়ায় হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَنْهُ ও ভূল থেকে মাহফুজ।

(কাশফুল মাহজূব,পৃ:১০১)

হামারে আক্বা হামারে মাওলা,ইমামে আ'যম আবূ হানীফা
হামারে মালজা হামারে মা'ওয়া ইমামে আ'যম আবূ হানীফা
যামানা ভর নে যামানা ভর মে বহুত তাজাসসুস কিয়া ও লেকীন
মিলা না কুয়ী ইমাম তুম সা ইমামে আ'যম আবূ হানীফা

(দিওয়ানে সালিক,রাসাঈলে নঈমিয়া,পৃ:২৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনা দ্বারা আমাদের ইমামে আ'যম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَنْهُ এর শান ও মর্যাদার ব্যাপারে যেমন জানা গেল তেমন এটাও জানা গেল যে প্রিয় আক্বা,মদীনে ওয়ালে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖوَسَلَّم আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ

www.dawateislami.net

এর দানক্রমে অন্তরের অবস্থা সম্পর্কেও অবগত,তাইতো স্বপ্নে সায়্যিদুনা দাতা গঞ্জেবখশ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَنْهُ এর অন্তরে সৃষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন: "ইনি আবূ হানীফা ও ইনি তোমার ইমাম।" এটা তো স্বপ্ন ছিল,তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর দানক্রমে আপন জাহেরী হায়াতেও অনেক সংবাদ ইরশাদ করেছেন। যেমন–

দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসল!

হযরত সায়্যিদাতুনা উনায়সা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا বলেন: আমাকে আমার পিতা মহোদয় বললেন: আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে ছরকারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার শশ্রুষা করার জন্য তাশরীফ আনলেন এবং দেখে ইরশাদ করলেন! এ রোগ দ্বারা তোমার কোন ক্ষতি হবেনা,কিন্তু তোমার ঐ সময় কি অবস্থা হবে যখন তুমি আমার বেসালের পর দীর্ঘ হায়াত অতিবাহিত করার পর দৃষ্টিহীন হয়ে যাবে? এটা শুনে আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! আমি ঐ সময় সাওয়াব অর্জনের নিয়তে ধৈর্য্য ধারণ করব। ইরশাদ করলেন: যদি তুমি এভাবে কর তবে তুমি বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সুতরাং সাহিবে শীরীঁ মকাল,শাহিনশাহে খোশ খিসাল, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী বেসালের পর তাঁর দৃষ্টিশক্তি চলে গিয়েছিল,অত:পর অনেকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন এবং তাঁর ইন্তেকাল হয়ে যায়। (দালাইলুন নবুয়ত লিল বায়হকী,খন্ড–৬,পৃ:৪৭৯,দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ,বৈরুত)

যাতী (তথা নিজস্ব ক্ষমতা বলে) ও আতাঈ (তথা দানকৃত) ইলমে গায়বের মধ্যে পার্থক্য!

www.dawateislami.net

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ রেওয়ায়েত শুনে শয়তান হয়ত কারো অন্তরে এ কুমন্ত্রনা দিতে পারে যে গায়ব এর ইলম তথা অদৃশ্য জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ তাআলার কাছেই রয়েছে,তবে তিনি কিভাবে ইলমে গায়বের খবর দিলেন? তাই আরয হচ্ছে যে, এতে কোন সন্দেহ নেই আল্লাহ তাআলা দৃশ্য অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানের অধিকারী,তাঁর ইলমে গায়ব তথা অদৃশ্য জ্ঞান নিজস্ব ও চিরস্থায়ী অপরদিকে নবীগণ عَلَيۡهِمُ السَّلَام ও আউলিয়া কেরাম رَحِمَهُمُ السَّلَامُ এর ইলমে গায়ব আতাঈ তথা আল্লাহ তাআলার দানক্রমে এছাড়া এগুলো চিরস্থায়ীও নয়। তাঁদের যখন আল্লাহ তাআলা জানান তখন জানেন এবং যতটুকু জানিয়েছেন ততটুকুই জানেন,তাঁর জানানো ব্যতিত কেউ বিন্দু পরিমাণও কোন ইলম রাখেন না। বাকী রইলো কার কতটুকু ইলমে গায়ব অর্জন হয়েছে,এটা প্রদানকারী ও গ্রহণকারীই অবগত রয়েছেন। ইলমে গায়বে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ব্যাপারে পারা ৩০,সূরায়ে তাকভীর,আয়াত নং-২৪ এর মধ্যে ইরশাদ হচ্ছে:

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْن কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এর এ নবী গায়ব বর্ণনা করার ব্যাপারে কৃপন নন।

এ আয়াতের পাদটিকায় তাফসীরে খাযিনে উল্লেখ রয়েছে: "উদ্দেশ্য হচ্ছে মদীনার তাজদার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট ইলমে গায়ব আসে তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তোমাদের কাছে এ ব্যাপারে কৃপনতা করেন না বরং তোমাদেরকে বলে দেন"। (তাফসীরে খাযিন,খন্ড-৪,পৃ: ৩৫৭) এ আয়াত ও তাফসীর দ্বারা জানা গেল, আল্লাহ তাআলার মাহবূব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

লোকদেরকে ইলমে বলে থাকেন আর এটা প্রকাশ্য, যে ব্যক্তি নিজে জানে সেই ব্যক্তিই অপরকে জানাবে।

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টিতে ইমাম আ'যম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَنْهُ এর ইলমের স্তর

নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি অদৃশ্যের সংবাদ দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন : ইলম যদি সুরাইয়ার (একটি তারকার নাম) উপর ঝুলন্ত থাকে পারস্যের সন্তানদের থেকে কিছু লোক ওই জায়গা থেকেও নিয়ে আসবে। (মুসনাদে আহমদ,খ:৩,পৃ:১৫৪,হাদীস নং-৭৯৫৫)

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ইবনে হাজর মক্কী عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِىّ ইরশাদ করেন: এ হাদীসে পাক দ্বারা ইমামে আ'যম আবূ হানীফা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ (পবিত্র সত্বা) উদ্দেশ্য। এতে মোটেই সন্দেহ নেই,কেননা তাঁর رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ যুগে পারস্যবাসীদের কেউ ইলমের মধ্যে তাঁর সমপর্যায়ে পৌঁছেনি, বরং তাঁর শাগরিদগণের সমপর্যায় পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি এবং এতে সরওয়ারে দো আলম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুস্পষ্ট মুজিজা রয়েছে যে তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যা ভবিষ্যতে হবে সেটার অদৃশ্য সংবাদ দিয়েছেন। (আল খায়রাতুল হিসান,পৃ: ২৪)

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একথা সূর্যের চেয়েও উজ্জল গতকালের চেয়েও বেশী বিশ্বাসযোগ্য হয়ে গেছে যে আমাদের প্রিয় আক্বা,মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আল্লাহ তাআলার দান ক্রমে ইলমে গায়ব রয়েছে,তাইতো তিনি হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আ'যম رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর আগমনের পূর্বেই তাঁর জবরদস্ত ইলমী যোগ্যতার সংবাদ দিয়েছেন। এখন তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেভাবে ইরশাদ করেছেন সেভাবেই প্রকাশ

www.dawateislami.net

হয়েছে। ইমামে আ'যম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এ দুনিয়াতে তাশরীফ আনলেন এবং চতুর্দিকে তাঁর জ্ঞানের প্রসিদ্ধির কথা ছড়িয়ে পড়তে লাগল,চারিদিকে ইলমের আলো প্রসারিত হতে লাগল। তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সম্মানিত নাম "নু'মান" এর শাব্দিক অর্থ যদি দেখা যায় তবে তিনি বাস্তবিকই নামের বাস্তব নমূনা হিসেবে প্রমাণিত হয়। যেমন শায়খুল ইসলাম শাহাবউদ্দীন ইমাম আহমদ ইবনে হাজর হায়তামী মক্কী শাফেয়ী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: ওলামায়ে কেরাম এ কথার উপর একমত যে, তাঁর নাম "নু'মান"ই। তাঁর নামেও একটি সুক্ষ্ম বিষয় রয়েছে। আর তা হচ্ছে নু'মান এর মূল এমন রক্ত যদ্ধারা মানব শরীর স্থীর থাকে। সায়্যিদুনা ইমামে আ'যম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে নু'মান বলার কারণ হচ্ছে যে তিনিই ইসলামী ফিকহের মূলভিত্তি। (আল খায়রাতুল হিসান,পৃ: ৩১)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

নাম,বংশ,উপনাম ও উপাধি

আসুন এবার তাঁর رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَنْہُ সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও পবিত্র জীবনের কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে শ্রবণ করি। তাঁর رَرَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ নাম নু'মান,পিতার নাম সাবিত এবং কুনিয়্যত তথা উপনাম আবূ হানীফা আর উপাধি ইমামে আ'যম। তিনি ৮০হিজরীতে কুফা শহরে জন্ম গ্রহন করেন এবং ৭০ বছর হায়াত পেয়ে ২রা শা'বানুল মুয়াযযম ১৫০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। (তারীখে বাগদাদ,খ:১৩,পৃ: ৩৩১,নুযহাতুল ক্বারী,খ:১,পৃ:২১৯) এখনো বাগদাদ শরীফের কবরস্থান খায়যরানে তাঁর নূর বর্ষনকারী মাযার সৃষ্টিকুলের যিয়ারতগাহতে পরিণত রয়েছে। (তারীখে বাগদাদ,খ:১৩,পৃ:৩২৫) আইম্মা এ আরবাআ তথা চার ইমাম(ইমাম

www.dawateislami.net

আবূ হানীফা,ইমাম শাফেয়ী,ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ) হক তথা সত্যের উপর রয়েছেন আর তাঁদেরকে অনুসরণকারীগণ একে অপরের ভাই। সায়্যিদুনা ইমাম আ'যম আবূ হানীফা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ চারজন ইমামের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী,এর একটি কারণ এটাও রয়েছে যে এ চারজনের মধ্যে একমাত্র তিনিই তাবেয়ী। "তাবেয়ী" বলা হয়: "যে ঈমান অবস্থায় কোন সাহাবী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ 'র সাথে সাক্ষাৎ করেছে এবং ঈমানের উপর মৃত্যু হয়েছে।"(নুযহাতুন নযর ফী তাওদ্বীহি নুখবাতিল ফিকর,পৃ: ১১৩ থেকে সংক্ষেপিত) সায়্যিদুনা ইমাম আ'যম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ বিভিন্ন রেওয়াতের মাধ্যমে কতিপয় সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং অনেক সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان সরাসরি সরওয়ারে কায়েনাত صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইরশাদ তথা বাণী সমূহ শ্রবণ করেছেন। (আল খায়রাতুল হিসান,পৃ: ৩৩)

হে নাম নু'মান ইবনে সাবিত,আবূ হানীফা হে উনকী কুনিয়্যত
পুকার তা হে ইয়ে কেহ কে আলম,ইমামে আ'যম আবূ হানীফা
(ওসাইলে বখশিশ,পৃ:৫৭৩)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ইমাম আ'যমের গুণাবলী

হযরত সায়্যিদুনা আবূ নাঈম رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَنۡهُ বলেন: ইমাম আ'যম আবূ হানীফা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ এর আকার, আকৃতি, চেহারা,পোষাক ও জুতা উৎকৃষ্ট ছিল তাঁর কাছে আগত সকল লোকের সাহায্য করতেন।(আখবারে আবী হানীফা ওয়া আসহাবীহি,পৃ:১৬) তাঁর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ শরীর মধ্যম আকৃতির ছিল,সকল লোকদের চেয়ে উত্তম পন্থায় কথা বলতেন এবং বেশী পরিমানে সুগন্ধী ব্যবহার

করতেন,যখন বাইরে তাশরীফ আনতেন তখন সুগন্ধি দ্বারা জানা হয়ে যেত। (আখবারে আবী হানীফা ওয়া আসহাবীহি,পৃ:১৬)

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আ'যম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সারাদিন ইলমে দ্বীনের প্রচার প্রসারের সাথে সাথে কোরানে পাকের তিলাওয়াত ও সারারাত ইবাদত ও রিয়াযতে কাটাতেন। হযরত মিসআর বিন কিদাম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি ইমাম আ'যম আবূ হানীফা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মসজিদে উপস্থিত হলাম,দেখলাম ফজরের নামায আদায় করার পর তিনি সারাদিন মানুষদেরকে ইলমে দ্বীন পড়াতেন,এরমধ্যে কেবল নামাযের জন্য বিরতি থাকত। ইশার নামাযের পর তিনি আপন ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর সাদাসিধে পোষাক পরিধান করে বেশী পরিমানে সুগন্ধি লাগিয়ে চতুর্দিকে সুগন্ধিময় করে,নুরানী চেহারা চমকিয়ে পুণরায় মসজিদের কোনায় নফল নামাযে মশগুল হয়ে গেলেন,এমনকি সুবহে সাদিক হয়ে গেল,এবার ঘরে তাশরীফ নিয়ে আসলেন এবং পোষাক বদলিয়ে ফিরে এসে ফজরের নামায আদায় করার পর আগের দিনের মত ইশা পর্যন্ত শিক্ষা প্রদানের ধারাবাহিকতা জারী রাখলেন। আমি ভাবছিলাম তিনি অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছেন,আজ রাতে অবশ্যই আরাম করবেন,কিন্তু দ্বিতীয় রাতেও একই নিয়ম ছিল। অত:পর তৃতীয় দিন ও রাতও এভাবে কাটালেন। আমি সীমাহীন প্রভাবিত হলাম এবং সিদ্ধান্ত নিলাম সারা জীবন তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ খিদমতে থাকব। সুতরাং আমি তাঁর মসজিদেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করতে লাগলাম। আমি আমার অবস্থান কালীন সময়ে ইমাম আ'যম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে দিনে কখনো রোযাবিহীন ও রাতে কখনো

www.dawateislami.net

ইবাদত ও নফল নামায থেকে উদাসীন হতে দেখিনি। অবশ্য জোহরের পূর্বে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কিছুক্ষণ আরাম করে নিতেন। (আল মানাক্বিবু লিল মুয়াফফিক,খ:১,পৃ: ২৩০-২৩১) অশ্রুর বারিধারা,পৃ:৬)

জু বে মেসাল আপকা হে তাক্বওয়া,তু বে মেসাল আপকা হে ফতওয়া
হেঁ ইলমো তাক্বওয়া কে আপ সঙ্গম,ইমামে আ'যম আবূ হানীফা

(ওয়াসায়িলে বখশিশ,পৃ:৫৭৩)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ইমামে আ'যম رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَنْہُ এর ব্যবসার ধরন

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইমাম আ'যম আবূ হানীফা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ শিক্ষা দীক্ষা ও ইবাদত রিয়াযতের পাশা পাশি হালাল রুযী উপার্জনের জন্য ব্যবসা কে পেশা হিসাবে অবলম্বন করেন। তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ব্যবসায় মানুষের কল্যাণ,মঙ্গল কামনা ও শরীয়তের উসূলের কেবল নিজে অনুসরণ করতেন না হযরত সায়্যিদুনা হাফস বিন আব্দুর রহমান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আ'যম আবূ হানীফা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর সাথে ব্যবসা করতেন এবং তাঁকে ব্যবসার মাল পাঠাতেন। একবার তাঁর নিকট কিছু মাল পাঠানোর সময় বললেন: হে হাফস! অমুক কাপড়ে কিছুটা ত্রুটি রয়েছে। যখন তুমি তা বিক্রি করবে তখন ত্রুটি বলে দিবে। হযরত সায়্যিদুনা হাফস رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَنْہُ ব্যবসার মাল বিক্রি করে দিলেন এবং বিক্রি করার সময় ত্রুটি বলে দিতে ভূলে গেলেন আর এটাও মনে ছিলনা যে কার নিকট বিক্রি করেছে। যখন ইমাম আ'যম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তা জানতে পারলেন তিনি সব কাপড়ের মূল্য সদকা করে দিলেন। (তারীখে বাগদাদ,মানাক্বীবে আবী হানীফা,১৩/৩৫৬)

www.dawateislami.net

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন ইমাম আ'যম আবূ হানীফা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ব্যবসার অংশীদার ভূলক্রমে ত্রুটিযুক্ত কাপড় বিক্রি করে দিলেন,আর তিনি এর মূল্য নিজের ব্যবহারের জন্য রাখলেন না বরং সদকা করে দিলেন। কিন্তু আফসোস! শত আফসোস! আমাদের সমাজে ভূলে নয় জেনেবুঝে মিথ্যা শপথ করে ত্রুটি গোপন করে মাল বিক্রি করা হয়। আমাদের চারিত্রিক অবস্থার এত অবনতি হয়েছে যে যদি আমাদের সন্তান মিথ্যা বলে কিংবা ধোকা দিয়ে কাউকে লুন্টন করে সফল হয়ে যায়,তবে আমরা সেটাকে একটি মহান কাজ মনে করি, এজন্য সন্তানকে সাবাস দেয়া হয়,তার পিঠে থাপ্পর দিয়ে প্রশংসা করে এ ধরনের বাক্য বলা হয় "বেটা তুমিওব্যবসা শিখে গিয়েছ, তুমি চালাক হয়ে গিয়েছ ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ এসব পর্যায়ে আপন সন্তানকে মাদানী তরবিয়্যত তথা শিক্ষা দেয়া উচিত যে বেটা! ধোকা দিয়ে, মিথ্যা বলে ব্যবসা করা উচিত নয়, এসব করলে আমাদের ব্যবসা ও মাল সম্পদে ধ্বংস নামবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে এছাড়া আখিরাতেও যেন লাঞ্ছিত হয়ে আল্লাহ তাআলার আযাবের হকদার হতে না হয়। ধোকাবাজদের এ হাদীসে পাকের উপর চিন্তা করা উচিত যেমন নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖوَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের কেউ ঐ সময় পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবেনা যতক্ষন আপন ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করবেনা যা নিজের জন্য পছন্দ কর। তবে কে সেই ব্যক্তি যে নিজের জন্য এটা পছন্দ করবে যে আমাকে (নষ্ট মাল) মিশ্রিত মাল দেয়া হোক,আমাকে ধোকা দেয়া হোক কিংবা মিথ্যা বলে মাল দেয়া হোক,আমার থেকে সুদ নেয়া হোক,আমার থেকে ঘুষ নেয়া

www.dawateislami.net

হোক,আমার সরলতাকে দূর্বলতা মনে করে আমার পকেট শুন্য করে দেয়া হোক? নিশ্চয় কেউ নিজের জন্য এ বিষয়গুলো পছন্দ করবেনা,তবে কেন আপন মুসলমান ভাইয়ের জন্য এমনটি চিন্তা করেন?

যে ধোকা দেয় সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়!

হযরত সায়্যিদুনা আবূ হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত তাজদারে রিসালত,শাহিনশাহে নবুয়ত صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শষ্যের একটি স্তুপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন নিজের হাত মুবারক এর ভিতরে দিলেন। তাঁর হাত মুবারকের আঙ্গুল সেটাতে ভেজা পেলেন তখন ইরশাদ করলেন: "হে শষ্যের মালিক! এটা কি?" আরয করলেন: "ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! এর উপর বৃষ্টি হয়েছে। ইরশাদ করলেন: তবে তুমি ভেজা (শষ্যকে) স্তুপের উপরে কেন রাখনি যাতে লোকেরা তা দেখে নিত,যে ধোকা দেয় সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়।"

(সহীহ মুসলিম,কিতাবুল ঈমান,হাদীস নং-১০২,পৃ:৬৫)

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ হাদীসে পাক দ্বারা বুঝা গেল যে ব্যবসার মালকে ত্রুটিযুক্ত করা অপরাধ এবং প্রকৃতিগত ত্রুটিকে গোপন করাও অপরাধ। দেখুন (নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) বৃষ্টি ভেজা শষ্যকেও গোপন করাকে মিশ্রিত মালের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। (মিরআতুল মানাজীহ,খ:৪,পৃ: ২৭৩)

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শরীয়তের উসূলের প্রতি লক্ষ্য রেখে ব্যবসায় মিথ্যা বলা ও ধোকা দেয়ার বিপদ থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুন।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ইমাম আ"যমের رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَنْہُ তাক্বওয়া ও পরহিযগারী!

www.dawateislami.net

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানকে ধোকা দেয়া অনেক বড় মন্দ অভ্যাস। মনে রাখবেন! যদি আমরা ত্রুটিপূর্ণ বস্তু মিথ্যা শপথ করা, না বলে বিক্রি করি তবে আমরা ক্রেতার হক নষ্ট করলাম,যার বিনিময় আমাদেরকে কিয়ামতের দিন দিতে হবে। সুতরাং হাশরের ময়দানে অপদস্থতা থেকে বাঁচার জন্য আমাদের উপর যাদের যাদের হক রয়েছে তা আদায় করার ব্যাপারে বিলম্ব যেন না করি এবং অতীতে যাদের হক নষ্ট হয়েছে তাদের নিকট থেকেও ক্ষমা চেয়ে নিন এছাড়া ভবিষ্যতেও এ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করুন,এ বিষয়ে জবান তথা জিহ্বাকে কাবু রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। কেননা জিহ্বা এমন এক বস্তু যা বেশী গুনাহ করিয়ে থাকে,এ জিহ্বা কাউকে কটু বাক্য বলে,বা কারো গীবতে লিপ্ত করিয়ে কিয়ামতের দিন আমাদেরকে অপদস্থ করাতে পারে। একারণেই হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আ'যম আবূ হানীফা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ নিজের জিহ্বার হিফাযত করতেন এবং অনেক কম কথা বলতেন।হযরত শরীক বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আ'যম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ অধিকাংশ সময় নিরবতা অবলম্বনকারী,তিক্ষ্ম মেধা সম্পন্ন ও অনেক বড় ফক্বীহ হওয়া সত্ত্বেও মানুষের সাথে তর্ক বিতর্ক করা থেকে বিরত থাকতেন। (আল খায়রাতুল হিসান,পৃ: ৫২) হযরত ইবনে মুবারক رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি একবার হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান সওরী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَنْہُ এর দরবারে আরয করলাম: ইমাম আ'যম আবূ হানীফা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে গীবত থেকে এত দূরে থাকতে দেখেছি কখনো তাঁকে নিজের শত্রুর গীবত করতেও শুনিনাই। তখন তিনি رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: আল্লাহ তাআলার শপথ! তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এ বিষয়ে অনেক জ্ঞান রাখতেন যে কোন

www.dawateislami.net

এমন বস্তুকে নিজের নেকীর উপর চাপিয়ে দেয়া যা সেগুলোকে (অপরের আমলনামায়) নিয়ে যায়। (আখবারে আবী হানীফা ওয়া আসহাবীহি,পৃ:৪২)

হযরত দুমাইরা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: সায়্যিদুনা ইমাম আ'যম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ সত্যবাদী হওয়ার ব্যাপারে মানুষের মাঝে কোন দ্বিমত ছিলনা,কখনো কারো মন্দ বিষয় আলোচনা করতেন না। একবার তাঁকে বলা হলো লোকেরা তো আপনার ব্যাপারে সমালোচনা করতেছে,কিন্তু আপনি কাউকে কিছু বলছেন না? তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَنْهُ বললেন: (মানুষের সমালোচনার উপর আমার ধৈর্য্য ধারন করা) এটা আল্লাহ তাআলার দয়া,তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দান করেন।

হযরত বুকাইর বিন মা'রুফ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: আমি নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের মধ্যে হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ 'র চেয়ে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী কাউকে দেখিনি। (আল খায়রাতুল হিসান,পৃ: ৫৬)

ফুযূল গুয়ী কী নিকলে আদত,হো দূর বে জা হানসী কী খাসলাত
দুরূদ পড়তা রহোঁ মে হারদম,ইমামে আ'যম আবূ হানীফা

(ওসাইলে বখশিশ,পৃ:৫৭৪)

অধিক কথা বলার ধ্বংসলীলা!

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আমাদের ইমাম আ''যম আবূ হানীফা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ জিহ্বার আপদ থেকে বাঁচার জন্য অধিকাংশ সময় নিরবতা অবলম্বন করতেন এবং বিনা প্রয়োজনে কথা বলা থেকে বিরত থাকতেন। নি:সন্দেহে বেশী কথা বলা ও চিন্তা ভাবনা ছাড়া বলতে থাকা অত্যন্ত ভয়ংকর কুফল ও আল্লাহ তাআলার সব সময়ের জন্য অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে। নিশ্চয় মুখের ক্বুফলে মদীনা

www.dawateislami.net

লাগানো তথা নিজেকে অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত রাখার মধ্যে নিরাপত্তা রয়েছে। চুপ থাকার অভ্যাস গড়ার জন্য কিছু না কিছু কথা লিখে কিংবা ইশারায় করা অত্যন্ত উপকারী কেননা সাধারনত: যে বেশী কথা বলে সে বেশী ভূল করে,গোপন বিষয় প্রকাশ করে দেয়। গীবত, চুগলী ও দোষ অন্বেষনের মত গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এমন লোকদের জন্য অত্যন্ত কঠিন বরং বাচালতায় অভ্যস্ত লোকেরা অনেক সময় আল্লাহ তাআলার পানাহ কুফরী বাক্যও বলে দেয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর দয়া করুন এবং আমাদেরকেও মুখের ক্বুফলে মদীনা লাগানোর তাওফিক নসীব করুন। আজকাল ভাল পরিবেশের অনেক অভাব। "দেখতে ভাল" এমন লোকদেরকেও দূর্ভাগ্যবশত: কল্যাণমূলক কথা বলার চেয়ে অনর্থক কথার মধ্যে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। হায়! আমরা যদি কেবল সৃষ্টিকুলের প্রভূর সন্তুষ্টির জন্যই মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করতাম এবং সাক্ষাৎ করা কিংবা করানো শুধুমাত্র প্রয়োজনিয়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত।

নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: " কোন ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে,অনর্থক বিষয় ছেড়ে দেয়া। (মুয়াত্তা ইবনে মালিক,খ:২,পৃ:৪০৩,হাদীস নং-১৭১৮)

ইয়া রব না জরুরত কে সেওয়া কুচ কভী বোলোঁ
আল্লাহ যবাঁ কা হো আতা ক্বুফলে মদীনা
বক বক কী ইয়ে আদত না সরে হাশর পনসা দে
আল্লাহ যবাঁ কা হো আতা ক্বুফলে মদীনা

(ওসাইলে বখশিশ,পৃ:৯৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

ইমাম আ’যম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَنۡہُ এর অন্তর্দৃষ্টি

শায়খে ত্বরীকত,আমীরে আহলে সুন্নাত এর প্রসিদ্ধ রচনা “নেকীর দা’ওয়াত” (বাংলা) কিতাবের ৩২৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত আল্লামা আব্দুল ওয়াহাব শা’রানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেছেন: একদিন সায়্যিদুনা ইমাম আ’যম আবূ হানীফা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ কুফার জামে মসজিদের ওযুখানায় তাশরিফ নিয়ে আসেন। তিনি সেখানে এক যুবককে ওযু করতে দেখলেন। ওযুকারী লোকটির শরীর থেকে তখন (ওযু করা) পানি টপকে পড়ছিল। হযরত ইমাম আবূ হানীফা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ লোকটিকে বললেন: “হে বৎস! মা-বাবার অবাধ্যতা থেকে তাওবা করে নাও। লোকটি তৎক্ষনাত বলল: “আমি তাওবা করলাম।” অন্য এক ব্যক্তির ওযুর ব্যবহৃত পানির ফোঁটা ঝড়তে দেখে লোকটিকে বললেন: “হে ভাই! তুমি যেনা তথা ব্যভিচার থেকে তাওবা করে নাও” লোকটি বলল: “আমি তাওবা করলাম” ।তৃতীয় এক লোকের শরীর থেকে এভাবে পানি ঝড়তে দেখে বললেন: “মদ ও গান-বাজনা শোনা থেকে তাওবা করে নাও”। লোকটি বলল: “ আমি তাওবা করলাম”। কাশফের মাধ্যমে ইমাম আ’যম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ যেহেতু লোকজনের গুনাহ ও দোষ-ত্রুটি দেখে থাকতেন,তাই তিনি আল্লাহ তাআলার দরবারে এ কাশফ তুলে নেয়ার জন্য ফরিয়াদ করলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর ফরিয়াদ কবূল করে নিলেন। তখন থেকে তাঁর رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَنۡہُ ওযুকারীদের গুনাহ ঝড়তে দেখা বন্ধ হয়ে যায়। (আল মীযানুল কুবরা,খ:১,পৃ:১৩০,নেকীর দা’ওয়াত,(বাংলা) পৃ:৩২৫)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনার শুনলেন তো! কোটি কোটি মুত্তাকীদের ইমাম,ইমামে আ'যম,ফকীহে আফখাম,হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবূ হানীফা নু'মান বিন সাবিত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَنْهُ বেলায়তের চক্ষু দ্বারা লোকদের ওযু করার মাধ্যমে ঝড়ে যাওয়া গুনাহগুলো অর্থাৎ নাফরমানীগুলো দেখতে পেতেন। নি:সন্দেহে এটি ছিল তাঁর মহান কারামতই। তা সত্ত্বেও তিনি সাধারণ লোকজনের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে জানতে পারাটা পছন্দ করলেন না। তিনি ফরিয়াদের মাধ্যমে তাঁর এই কাশফ বন্ধ করিয়ে নেন । এটা থেকে ঐসব লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করুন,যাদের অন্তরে ইমাম আযম আবূ হানীফা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর ভালবাসা রয়েছে।অথচ জোর পূর্বক এলোমেলো প্রশ্ন করে লোকজনের দোষ-ত্রুটি অন্বেষনে লেগে থাকে। মনে রাখবেন! শরয়ী কোন কারণ ছাড়া ইচ্ছাকৃত ভাবে কারো দোষ-ত্রুটি অন্বেষন করা কিংবা বের করা হারাম ও জাহান্নামে নিক্ষেপকারী কাজ। খাযাইনুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান' এর ৯৫০ পৃষ্ঠায় ২৬ পারার সূরাতুল হুজরাতের ১২ নং আয়াতে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে: **وَلَاتَجَسَّسُوْا** কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: " আর তোমরা দোষ-ত্রুটি তালাশ করোনা।"

আর যদি এই দোষ-ত্রুটিগুলো অপরের কাছে এভাবে উপস্থাপন করল যে,সে বুঝে নিল এটা অমুকের দোষ,তবে পৃথক একটি গুনাহ হলো।এ দোষটি যদি কোন আলিমে দ্বীনের হয়ে থাকে আর সেটা যদি প্রকাশ করা হয়,তবে গুনাহ আরো বেড়ে গেল। যেমন: হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِيْ **'কীমিয়ায়ে সা'আদাত'** নামক কিতাবে লিখেন: " আলিমদের দোষ-ত্রুটি

www.dawateislami.net

বের করা দুই কারণে হারাম। প্রথমত: তা গীবত দ্বিতীয়ত: এর দ্বারা লোকজনের মধ্যে তাঁদেরকে সমীহ করা দূর হয়ে যাবে,আর তারা এটাকে দলীল বানিয়ে অনুসরণ করবে। (অর্থাৎ নির্ভয়ে তারাও অনুরুপ ভূল করবে) এছাড়া শয়তানও তাদের (সেসব ভূলের অনুসারীদের) সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে এবং গুনাহে নিমজ্জিত রাখার জন্য তাদেরকে বলবে,তুমিও (এমন এমন কর) অমুক আলিমের চেয়ে বড় পরহিজগার ব্যক্তি তো আর নও। (কীমিয়ায়ে সা'আদাত,১ম খন্ড,পৃষ্ঠা-৪১০) যতবেশী মানুষদেরকে এ ভূল জানিয়ে দেয়া হবে ততবেশী গুনাহ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। মুসলমানদের উচিত,লোকজনের দোষ-ত্রুটি অন্বেষন থেকে বিরত থাকা। কেউ যদি গায়ে পড়ে জানাতে চায় তা শুনা থেকে বিরত থাকা। মোটকথা,যেকোন ভাবে কারো কোন দোষ-ত্রুটি শুনলে কিংবা দেখলে তা কারো নিকট প্রকাশ না করে গোপন রাখুন,শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া কখনো কারো নিকট প্রকাশ করবেন না।

দোষ-ত্রুটি গোপন করা সম্পর্কে হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী

দোষ-ত্রুটি গোপন করা সম্পর্কে নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী লক্ষ্য করুন:

(১) " যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দোষ–ত্রুটি গোপন করল সে যেন জীবিত দাফন কৃত কোন বাচ্চাকে জীবিত করল।" (আল মু'জামুল আওসাত,হাদীস নং–৮১৩৩,খ:৬,পৃ:৯৭)

(২) "যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কষ্ট দুর করে,আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের কষ্ট সমূহ থেকে তাঁর কষ্ট দূর করবেন আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ–ত্রুটি গোপন করবে তবে খোদায়ে

www.dawateislami.net

সাত্তার তাআলা কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। (মুসলিম শরীফ,হাদীস নং-৬৫৮০,পৃ:১৩৯৪)

(৩) "যে ব্যক্তি আপন ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি দেখে গোপন করবে তবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। (মুসনাদে আবদ বিন হুমাইদ,পৃ:২৭৯,হাদীস নং-৮৮৫,)

মেরী জবাঁ পে "ক্বুফলে মদীনা" লাগ জায়ে
ফুযূল গুয়ী সে বাচতা রহোঁ সদা ইয়া রব!
কেসী কী খামীয়াঁ দেখেঁ না মেরী আঁখে আউর
সুনেঁ না কান ভী আয়বোঁ কা তযকিরাহ ইয়া রব!

(ওসাইলে বখশিশ,পৃ:৯৩)

صَلُّوْ عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকুন!

হযরত সায়্যিদুনা ক্বায়স বিন রবী' رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আ'যম আবূ হানীফা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ নিজের উপার্জন থেকে ব্যবসার সম্পদ জমা করতেন,অত:পর এর দ্বারা কাপড় ক্রয় করে (ওলামা) মাশায়েখ, মুহাদ্দীস ও দরীদ্রদেরকে দিতেন এবং দরীদ্রদেরকে বলতেন: "আল্লাহ তাআলার হামদ ও সানা পাঠ কর কেননা তিনিই এগুলো দান করেছেন। আল্লাহ তাআলার শপথ! আমি আমার সম্পদ থেকে কিছুই দেয়নি। তাঁর কাছে কোন ব্যক্তি আসলে তবে তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতেন,যদি সে দরীদ্র হতো তবে তাকে কিছু দান করতেন। যেমন একদিন এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে উপস্থিত হলেন,লোকটির কাপড় পুরোনো ছিল,যখন লোকেরা চলে গেল তিনি তাকে বসার জন্য আদেশ দিলেন,যখন লোকটি একা হয়ে গেল তখন ইরশাদ করলেন: "এ জায়নামাজটা উঠাও এবং এর নীচে যা রয়েছে তা নিয়ে নাও।" সে জায়নামাজ উঠাল সেটার

www.dawateislami.net

নীচে এক হাজার দিরহাম ছিল,তিনি বললেন: দিরহাম গুলো নিয়ে নিজের অবস্থাকে ভাল করে নাও। তখন লোকটি আরয করলো: হুযুর! আমি তো সূখে আছি,নেয়ামতের মধ্যে (ডুবে) আছি আমার এগুলোর প্রয়োজন নেই। "তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন:" তোমার কাছে কি এ হাদীস পৌঁছেনি "আল্লাহ পছন্দ করেন যেন সে আপন নেয়ামতের নমূনা বান্দার কাছে দেখায়।" (সুনানে তিরমিযী,কিতাবুল আদব,খ:৪,পৃ:১৩৭৪,হাদীস নং-২৮২৮) তোমার নিজের অবস্থাকে পরিবর্তন করা উচিত যাতে তোমার বন্ধুরা তোমার অবস্থা দেখে দু:খিত না হয়।" (তারীখে বাগদাদ,হাদীস নং-৭২৯৭,খ:১৩)

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লোক আল্লাহ তাআলার পছন্দ

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত ঘটনা দ্বারা এটা জানা গেল মুসলমান গরীব মিসকীনদের সাহায্য করা উচিত আরো জানা গেল আমাদেরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি গুরুত্ব দেয়া চাই। দ্বীন ইসলাম যেখানে মানুষকে শিরকের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করে ঈমানের দৌলত দ্বারা ইজ্জত সম্মান দান করেছে তথায় বাহ্যিক পবিত্রতা,পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও পুত:পবিত্রতার উচ্চ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মনুষ্যত্বের মর্যাদা উঁচু রাখারও আদেশ দিয়েছে। শরীরের পবিত্রতা কিংবা পোষাক পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা,বাহ্যিক আকৃতি উন্নত হওয়া কিংবা চাল চলনে সততা, ঘর ও আসবাব পত্রের উন্নত হওয়া বা বাহনের পরিচ্ছন্নতা মোটকথা প্রত্যেকটি বস্তুর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও দৃষ্টি আকর্ষন করার মত করে রাখার ব্যাপারে দ্বীন ইসলাম শিক্ষা ও উৎসাহ প্রদান করেছে।যেমন পারা ২, সূরা বাক্বারা এর ২২২ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

www.dawateislami.net

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন অধিকহারে তাওবাকারীদের এবং পছন্দ করেন পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে।

হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীক্বা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا বলেন: সরওয়ারে দো আলম,নূরে মুজাসসাম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নি:সন্দেহে ইসলাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন (ধর্ম) তাই তোমরাও পবিত্রতা অর্জন কর কেননা জান্নাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লোকেরাই প্রবেশ করবে। (কানযুল উম্মাল,হরফু ত্বা,কিতাবুত ত্বাহারাত,ক্বিসমুল আক্বওয়াল,আল বাবুল আওয়াল ফী ফদ্বলিত ত্বাহারাহ মুতলাক্বান,৫/১২৩,হাদীস নং-২৫৯৯৬,৯ম অংশ)

হযরত সাহাল বিন হানযালাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত নবীয়ে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: " তোমরা যে পোষাক পরিধান করো তা পরিষ্কার রাখো এবং নিজের সাওয়ারী তথা বাহনের দেখাশুনা (তথা যত্ন নাও) এছাড়া তোমাদের বাহ্যিক আকৃতি যেন এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় যখন মানুষের মাঝে যাও তখন তারা তোমাদের ইজ্জত করে।"

(জামেউস সগীর,হরফুল হামযাহ,পৃ: ২২.হাদীস নং-২৫৭)

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রিয় দ্বীন আমাদেরকে বাতেনী তথা অভ্যন্তরীন পরিচ্ছন্নতার পাশা পাশি জাহেরী তথা বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতার প্রতিও কেমন সুন্দর শিক্ষা দিয়েছে,সুতরাং আমাদেরও উচিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা এবং পোষাক, শরীর, ইমামা, চাদর, জুতা, ঘর, গলি, মহল্লা ও বাজার ইত্যাদি পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা করা, বিশেষত: মসজিদের সম্মানের নিয়্যতে গোসল কিংবা ভালভাবে ওযু করে, ভাল সুগন্ধি লাগিয়ে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করে আসলে اِنۡ شَاءَاللّٰہ ইবাদতে খুশু ও খুযু অর্জন হবে।

www.dawateislami.net

কাপড়ে মে রাখো সাফ তু দিল মেরে কর সাফ
আল্লাহ মদীনা মেরে সীনে কো বানা দে
আখলাক হোঁ আচ্ছে মেরা কিরদার হো সুতরা
মাহবূব কা সদক্বা তু মুঝে নেক বানা দে

(ওয়াসায়িলে বখশিশ,পৃ:১১৭,১১৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

শবে বরাতে বঞ্চিত লোক!

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পূর্ববর্তী বুযুর্গানে কিরাম رَحِمَهُمُ السَّلَام দের ঘটনাবলী বয়ান করার একটি উদ্দেশ্য এটাও হয়ে থাকে যে, তাঁদের জীবনী শ্রবণ করে নিজের জীবনকে তাঁদের পবিত্র হায়াত অনুযায়ী সাজানোর চেষ্টা করা। তাই আমাদেরকে নিজের সকল গুনাহ থেকে সত্যিকার তাওবা করে পূর্ববর্তী বুযুর্গানে কিরামদের জীবন ও চাল চলন বিশেষত: হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আ'যম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার চেষ্টা করা চাই, اِنْ شَاءَالله অনেক বরকত নসীব হবে। আমাদের সৌভাগ্য যে শা'বানু মুয়যযমের পবিত্র মাস আপন বরকত সমূহ বিতরন করছে আর ঐ পবিত্র মাস যাতে শবে বরাত (অর্থাৎ মুক্তি পাওয়ার মহান রাত) এর আগমন হয়। মনে রাখবেন! শবে বরাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাত,কোন অবস্থায় এটাকে উদাসিনতার সাথে অতিবাহিত করা উচিত হবেনা,এ রাতে বিশেষভাবে রহমতের বর্ষন হয়। এ পবিত্র রাতে আল্লাহ তাআলা "বনী কালব" গোত্রের ছাগলের লোমের চেয়েও বেশী লোকদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। কিতাবে উল্লেখ রয়েছে: " বনী কালব গোত্র" আরবের গোত্র সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ছাগল লালন পালন করত। আহ! কিছু দূর্ভাগা লোক

www.dawateislami.net

এমন রয়েছে যারা শবে বরাত তথা মুক্তি পাওয়ার রাতেও ক্ষমা পাবেনা।

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বায়হাকী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَنْهُ "ফাযাঈলুল আওক্বাত" কিতাবে বর্ণনা করেন: রাসূলে আকরাম,নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপদেশ মূলক ইরশাদ হচ্ছে: ছয় প্রকারের লোককে এ রাতেও ক্ষমা করা হবেনা: ১. মদ পানে অভ্যস্ত লোক ২. মাতা-পিতার অবাধ্য ৩.ব্যভিচারী ৪. (আত্মীয়তার) সম্পর্ক ছিন্নকারী ৫. চিত্রকর ৬. চোগলখোর। (ফাযাঈলুল আওক্বাত,খ:১,পৃ:১৩০,হাদীস নং-২৭,মাকতাবাতুল মানারাহ,মক্কাতুল মুকাররামাহ) সুতরাং সকল মুসলমানদের উচিত বর্ণিত গুনাহ সমূহ থেকে আল্লাহ তাআলার পানাহ কোন গুনাহে লিপ্ত থাকেন তবে সে যেন বিশেষ করে ঐ গুনাহ সহ সকল গুনাহ থেকে শবে বরাত আসার পূর্বেই বরং আজ ও এখনই সত্যিকার তাওবা করে নেয় আর যদি বান্দার হক নষ্ট করে থাকে তবে তাওবা করার সাথে সাথে তাঁদের থেকে ক্ষমা ও হক আদায়ের তরকীব করে নেয়।

গুনাহ কে দলদল মে পনস গিয়া হোঁ, গলে গলে তক পনস গিয়া হোঁ
নিকালো মুঝ কো বরায়ে আদম, ইমামে আ'যম আবূ হানীফা!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ানের সারমর্ম

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ আমরা হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আ'যম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর পবিত্র জীবনী সম্পর্কে বয়ান শ্রবণ করলাম। হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আ'যম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এমন জলীলুল ক্বদর ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে নিজের সারা জীবন প্রিয়

www.dawateislami.net

আক্বা ,মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖوَسَلَّم এর সুন্নতের খিদমতে অতিবাহিত করেন,সারা রাত ইবাদত রিয়াযতে কাটাতেন,খুব বেশী সদকা ও খয়রাত করতেন এবং প্রয়োজন মোতাবেক কথা বলতেন। আমাদেরকেও অনর্থক কথাবার্তা থেকে নিজেকে রক্ষা করে নম্রতা ও সুন্দর চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া উচিত। এছাড়া তাঁর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ তরীকার উপর আমল করে ইলমে দ্বীনের প্রচার প্রসার ও সুন্নাত জীবিত করার খিদমতে খুব চেষ্টা করা চাই।

মাদানী তরবীয়তগাহ এর পরিচয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰه কোরান ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী নেকীর দা'ওয়াতের প্রসারের জন্য প্রায় ৯৭ টি বিভাগে মাদানী কাজ করছে, এর মধ্যে একটি বিভাগ হচ্ছে **"মাদানী তরবিয়তগাহ"** । যাতে আশিকানে রাসূল বিভিন্ন দেশ, শহর ও এলাকা থেকে আগত ইসলামী ভাইদের মাদানী তরবি্যয়ত তথা প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অত:পর এসব ইসলামী ভাই ইলমে দ্বীন অর্জন করে এবং সুন্নাতের প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজ এলাকায় গিয়ে "নেকীর দা'ওয়াতে"র মাদানী ফুলের সুবাস ছড়ায়। তাই আমাদেরকেও সময় সুযোগ অনুযায়ী সুন্নতের প্রশিক্ষণের জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী তরবিয়তগাহে উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন এবং যা শিক্ষা অর্জন করেছেন তা অপরের নিকট পৌঁছানোর সৌভাগ্য অর্জন করা উচিত। এছাড়া যেসব ইসলামী ভাই একসাথে অনেক দিন মাদানী ক্বাফিলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করার সুযোগ পায়না তাদেরকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে কিছু সময়ের জন্য হলেও মাদানী তরবিয়তগাহে পাঠিয়ে দিন,এর বরকতেও অনেক আশেকানে

www.dawateislami.net

রাসূল দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে আমলীভাবে সম্পৃক্ত হয়ে ধুমধামের সাথে মাদানী কাজে অংশগ্রহনকারী হয়ে যাবে। اِنْ شَاءَاللّٰه

ইমামে আ’যম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে কেউ জিজ্ঞাসা করলো আপনি এত উচুঁ মর্যাদা কিভাবে অর্জন করেছেন? তখন তিনি ইরশাদ করলেন: “আমি আমার ইলম দ্বারা অপরকে উপকার পৌঁছানোর ব্যাপারে কখনো কৃপনতা করিনি এবং যা আমি জানতাম না তাতে অন্যদের কাছ থেকে উপকার অর্জন করার মধ্যে কখনো প্রতিবন্ধক হয়নি।” (আদ দুররুল মানসূর,খ:১,পৃ:১২০-১২৭)

অশ্রুর বারিধারা

হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আ’যম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সম্পর্কে আরো জানতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত আমীরে আহলে সুন্নাত এর রিসালা “অশ্রুর বারিধারা” হাদীয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। এতে আপনারা শিক্ষণীয় মাদানী ফুল অর্জন করতে পারবেন যেমন **“হানাফীদের জন্য মাগফিরাতের সুসংবাদ,মুবতাদ ওস্তাদেরও কি সম্মান করতে হবে?,শিক্ষকের গীবতের ২২টি উদাহরণ,পোস্টার লাগানোর মাসয়ালা,থাপ্পর মারা ব্যক্তিকে অসাধারণ উপহার ইত্যাদি।** দা’ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে এ রিসালা ডাউনলোড করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

১২ মাদানী কাজে অংশ নিন:

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুযুর্গানে দ্বীনদের পবিত্র জীবনির উপর আমল করার জন্য দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী

www.dawateislami.net

পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন এবং নেকীর দা'ওয়াতের প্রসারের জন্য যাইলী হালকার ১২ টি কাজে অংশগ্রহণ করুন। এ ১২ মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হচ্ছে প্রত্যেকদিন "সদায়ে মদীনা লাগানো" । দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে মুসলমানদেরকে ফজরের নামাযের জন্য জাগিয়ে দেয়াকে সদায়ে মদীনা লাগানো বলা হয়। বর্তমান এ ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে মুসলমান দ্বীন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সুন্নাত ও নফল আদায় করা তো দূরে থাক অনেকেই ফরয নামায পর্যন্ত কাযা করে দেয়। মসজিদ বিরান হয়ে যাচ্ছে,মসজিদকে আবাদ করার চেষ্টা নি:সন্দেহে সৌভাগ্যের বিষয়। বর্ণিত রয়েছে আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক্বে আ'যম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নিয়মিত এ আমল ছিল যে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ মানুষদেরকে নামাযের জন্য জাগিয়ে দিতেন,যখন ফজরের নামাযের জন্য তাশরীফ নিয়ে যেতেন তখন পথে লোকদেরকে নামাযের জন্য জাগিয়ে দিতে দিতে যেতেন,এছাড়া ফজরের আযানের পরপর যদি কেউ মসজিদে শুয়ে থাকতেন তাকেও জাগিয়ে দিতেন। (ত্ববকাতুল কোবরা,যিকরু ইস্তিখলাফে উমর,৩/২৬৩) আর যারা ফজরের নামাযে অনুপস্থিত থাকতেন তাদের খবরাখবর নিতেন। যেমন একবার তিনি ফজরের নামাযে হযরত সায়্যিদুনা সুলায়মান বিন আবী হাছামা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে দেখলেন না। বাজারে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, পথে সায়্যিদুনা সুলায়মান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ঘর ছিল, তাঁর মাতা হযরত সায়্যিদাতুনা শিফা এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন (এসময়) বললেন ফজরের নামাযে সুলায়মান কে দেখলাম না! তিনি উত্তর দিলেন: রাতে নামায (নফল নামায) পড়তেছিলেন পরে ঘুম এসে গিয়েছিল,সায়্যিদুনা

www.dawateislami.net

ওমর ফারুক্বে আ'যম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বললেন: আমার নিকট ফজরের নামায জামায়াত সহকারে আদায় রা রাতে কিয়াম (তথা রাত জেগে ইবাদত) করার চেয়ে উত্তম। (মুয়াত্তা ইবনে মালিক,খ:১,পৃ:১৩৪,হাদীস নং-৩০০,নেকীর দা'ওয়াত পৃ:৪৭৯)

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনার শুনলেন তো! সায়্যিদুনা ফারুক্বে আ'যম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ সদায়ে মদীনাও লাগাতেন এবং নামাযে অনুপস্থিত ব্যক্তিদের ঘরে গিয়ে খবরাখবর নিতেন। আমাদেরও উচিত সদায়ে মদীনা লাগানোর পাশাপাশি নামাযের সময় এটাও নোট করে নেয়া আমাদের মহল্লার ইসলামী ভাইদের মধ্যে কে কে জামায়াতে নামায পড়ে আর কে পড়েনা। যদি কোন নামাযী অনুপস্থিত থাকে তবে তার ঘরে গিয়ে কিংবা ফোন করে খবরাখবর নেয়া,অসুস্থ হলে শশ্রুসা করার জন্য যাওয়া,আর অলসতার কারণে না আসলে নেকীর দা'ওয়াত দেয়া। সকল ইসলামী ভাইদেরকে এ আন্দাজ অবলম্বন করা উচিত। (নেকীর দা'ওয়াত,৪৭৯ পৃষ্ঠা থেকে সংক্ষেপিত) যদি আমাদের ইনফিরাদী কৌশিশের ফলে একজন ইসলামী ভাইও নামাযে অভ্যস্ত হয়ে যায় তবে নি:সন্দেহে নেকীর দা'ওয়াতের সাওয়াব অর্জনের সাথে সাথে সাওয়াবে জারীয়ার মাধ্যমও হয়ে যাবে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নামাযের অভ্যাস, সুন্নাতের উপর আমলকারী,আশিকানে রাসূলদের সাথে মাদানী কাফিলাতে সফরের অভ্যস্ত হওয়ার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ সমাজের নষ্ট চরিত্রের অধিকারী অনেক লোক দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকতে সঠিক পথে এসে যায় এবং আল্লাহ তাআলার রাস্তায়

www.dawateislami.net

সফর করার অনেক বরকত পেয়ে থাকে।এ প্রসঙ্গে একটি মাদানী বাহার পেশ করছি:

মাথরা (ভারত) এর এক ইসলামীর ভাইয়ের বর্ণনা কিছুটা এরকম, আমি মডার্ণ যুবক ছিলাম, সিনেমা-নাটক ইত্যাদি দেখা আমার নিত্যদিনের কাজ ছিল, মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক পরিবেশিত বয়ানের ক্যাসেট "T.V'র ধ্বংসলীলা" শুনার সৌভাগ্য অর্জন হলো,যা আমার অবস্থা পরিবর্তন করে দিয়েছে,আমি দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। (কিছু দিন পর) আমি একটি রোগে আক্রান্ত হয়ে গেলাম এবং ডাক্তার অপারেশনের জন্য পরামর্শ দিল। আমি ভয় পেয়ে গেলাম,এমন সময় দা'ওয়াতে ইসলামীর এক মুবাল্লিগের ইনফিরাদী কৌশিশের ফলে জীবনের প্রথমবার আশিকানে রাসূলদের সাথে দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাত প্রশিক্ষণের ৩দিনের মাদানী কাফিলার মুসাফির হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه তাআলা মাদানী কাফিলার বরকতে অপারেশন ছাড়াই আমার রোগ সেরে গেল। এতে আমার জজবা তথা প্রেরণাতে মদীনার ১২ চাঁদ লেগে গেল,এখন আমি প্রতি মাসে তিন দিনের মাদানী কাফিলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করছি,প্রতিমাসে মাদানী ইনআমাতের রিসালা জমা করিয়ে থাকি এবং মুসলমানদেরকে ফজরের নামাযের জন্য জাগিয়ে দেয়ার মানসে ঘুরে ঘুরে সদায়ে মদীনা লাগিয়ে থাকি।

বে আমল বনতে হেঁ সর বসর
তু ভী আয় ভাই কর কাফিলে মে সফর।
আচ্ছী সুহবত সে ঠান্ডা হো তেরা জিগর
কাশ! কর লে আগর কাফিলে মে সফর।

www.dawateislami.net

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত ও কতিপয় সুন্নাত ও আদব বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। তাজদারে রিসালত,শাহিনশাহে নবুয়্যত,মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জান্নাত প্রাপ্তির ইঙ্গিত মূলক ফরমান হচ্ছে: যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে। (মিশকাতুল মাসাবীহ,খন্ড-২,পৃ:৫৫,হাদীস নং-১৭৫,দারুল কুতুল ইলমিয়্যাহ,বৈরুত)

কথা বার্তা বলার গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন শায়খে ত্বরীক্বত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** থেকে কথাবার্তা বলার কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল শ্রবণ করি: ❁ মুচকি হেসে ও উৎফুল্লতার সাথে কথাবার্তা বলুন। ❁ মুসলমানের মন খুশি করার নিয়তে ছোটদের সাথে স্নেহভরা এবং বড়দের সাথে শ্রদ্ধা ভরা আচরণ করুন। ❁ চিৎকার করে কথা বলা থেকে একেবারে বিরত থাকুন। ❁ একদিনের বাচ্চা হলেও ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে তাদের সাথেও আপনি, জনাব, করে কথাবার্তা বলার অভ্যাস করুন। আপনার চরিত্রও উন্নত হবে এবং বাচ্চাও ভদ্রতা শিখবে। ❁ কথাবার্তা বলার সময় পর্দার স্থানে হাত লাগানো, আঙ্গুল দ্বারা শরীরের ময়লা পরিষ্কার করা,অপরের সামনে বারবার নাক স্পর্শ করা অথবা নাক কিংবা কানে আঙ্গুল দেয়া, থুথু ফেলতে থাকা ভাল অভ্যাস নয়। ❁ যতক্ষণ সম্মুখস্ত ব্যক্তি কথা বলতে থাকে,মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন,কথা কেটে কথা বলা থেকে বিরত থাকুন এছাড়া কথাবার্তাকালিন অট্টহাসি থেকে বেঁচে থাকুন কেননা

www.dawateislami.net

অট্টহাসি দেয়া সুন্নাতের বিপরীত। কথা বলার সময় সর্বদা মনে রাখবেন অতিরিক্ত কথা বলার দ্বারা প্রভাব প্রতিপত্তি নষ্ট হয়ে যায়। ❁ কারো সাথে যখন কথাবার্তা বলবেন তখন সেটার কোন সঠিক উদ্দেশ্য থাকাও চাই এবং সর্বদা সম্মূখস্ত ব্যক্তির প্রতিভা ও মন মানসিকতা অনুযায়ী কথা বলুন। ❁ অসভ্য কথা ও অশ্লীল কথা বার্তা থেকে সর্বদা বিরত থাকুন,গালি গালাজ থেকে দূরে থাকুন আর মনে রাখবেন কোন মুসলমানকে শরয়ী অনুমতি ব্যতিত গালি দেয়া অকাট্য হারাম। (ফাতাওয়া রযভিয়্যাহ,খ:২১,পৃ: ১২৭) এবং অশ্লীল আলাপকারীর জন্য জান্নাত হারাম। হুযুর তাজদারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: " ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম যে অশ্লীল আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করে। (কিতাবুস সামত মাআ মাওসূআতুল ইমাম ইবনে আবীদ দুনিয়া,খ:৭,পৃ:২০৪,হাদীস নং-৩২৫,আল মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ,বৈরুত)

বিভিন্ন প্রকারের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব **"বাহারে শরীয়ত ১৬তম অংশ"** এবং **"সুন্নাত ও আদব"** হাদীয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলাতে আশিকানের রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

আশিকানে রাসূল,আয়েঁ সুন্নাত কে ফুল
দেনে লেনে চলেঁ ,কাফিলে মে চলো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় পঠিত ৬ টি দরুদ শরীফ

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের দরুদ শরীফ:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالْاُمِّیِّ الْحَبِیْبِ الْعَالِی الْقَدْرِ الْعَظِیْمِ الْجَاہِ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَصَحْبِہٖ وَسَلِّمْ

(১) বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমারাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে) এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে,মৃত্যুর সময় ছরকারে মদীনা صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে রাখার সময়ও,এমনকি সে এটাও দেখবে যে ছরকারে মদীনা صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপন রহমত ভরা হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আলা সায়্যিদিস সাদাত,পৃষ্ঠা-১৫১ থেকে সংক্ষেপিত)

(২) সমস্ত গুনাহ ক্ষমা:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِہٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত তাজদারে মদীনা صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-৬৫)

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা: صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّدٍ

যে এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে তবে তার জন্য রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হবে।

www.dawateislami.net

(৪)এক হাজার দিনের নেকী: جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, ছরকারে মদীনা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এই দরুদ পাঠকারীর জন্য সত্তর জন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত সাওয়াব লিখতে থাকেন। (মাজমাউয যাওয়াইদ,খন্ড-১০,পৃষ্ঠা-২৫৪,হাদীস নং-১৭৩)

(৫) ছয় লক্ষ দরুদ শরীফের সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَآئِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ কতিপয় বুযুর্গদের নিকট থেকে বর্ণনা করেন: এই দরুদ শরীফকে একবার পাঠ করার দ্বারা ছয় লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব লাভ হয়।
(আফযালুস সালাওয়াতি আলা সায়্যিদিস সাদাত,পৃষ্ঠা-১৪৯)

(৬) নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসল তখন হুযুর আনোয়ার صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মাণিত লোকটি কে! যখন ঐ লোকটি চলে গেল তখন নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এটাই পড়ে। (আল ক্বাউলুল বদী,পৃষ্ঠা-১২৫)

www.dawateislami.net